তারিখ ... ...10.1.93... ...
পৃষ্ঠা... .. ..5 কলাম ..1.. ...

দৈনিক বাংলা

004

কিন্ডার গার্টেন স্কুলের বিভিন্ন দিক নিয়ে কিছু কথা

সানজিদা খাতুন

মহিলা মহলে গত দুই সপ্তাহে কিন্ডারগার্টেন নিয়ে আমাদের দুই বোনের আলোচনা বেশ ভাল লাগলো। বিষয়টির ওপরে নিজের কিছু বক্তব্য রাখছি।

আমরা জানি শিশুদের মনকে ফুলের সাথে তুলনা করা হয়। শিশুদের মনকে ফুলের মত পবিত্র রাখতে হলে তাদেরকে ছোট থেকেই ভাল পরিবেশে ভাল ভাবে শিক্ষা দেয়া প্রয়োজন। কারণ এই শিক্ষাই তার ভবিষ্যৎ জীবনকে প্রতিফলিত করতে সহায়ক হবে। এজন্য কিন্ডারগার্টেন স্কুলে যে সিস্টেম এটা একটা শিশুর প্রাথমিক শিক্ষার জন্য যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ, তাই প্রত্যেক বাবা-মাই চান যে তাদের শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষা অর্থাৎ বেসিক ফাউন্ডেশন যেন ভাল হয়, সুন্দর হয়। তাতে প্রায় প্রতিটি ছাত্রছাত্রীদের হাতে কলমে শিক্ষা দেখা যায়। যা কিনা আমাদের মত ঘনবসতিপূর্ণ বিভিন্ন এলাকার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এই নিয়মের অভাব লক্ষ্য করা যায়। এজন্য কিন্ডারগার্টেন একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম।

নতুন বৎসর আবার নতুন করে অভিভাবকদের জন্য নিয়ে আসছে দুশ্চিন্তা। প্রতি বৎসরের প্রারম্ভে দেখা যায় নামকরা কয়েকটি স্কুলেও কিন্ডারগার্টেনে উদ্বিগ্ন বাবা-মায়েদের ভিড়। সব পিতা-মাতাই চায় তাদের বাচ্চা নামকরা কোন স্কুলে বা কিন্ডারগার্টেনে পড়ে ভাল শিক্ষা ও আচার আচরণ লাভ করুক। কিন্তু আমাদের দেশের বেশীর ভাগ ভাল স্কুলে প্রতি বৎসর ভর্তির চাপ এত বেশী যে অধিকাংশ বাবা-মাই তাদের আশা পূরণে ব্যর্থ হন। এদিক দিয়ে কিন্ডারগার্টেন আমাদের শিশু শিক্ষার জন্য একটি চ্যালেঞ্জ স্বরূপ দাঁড়াতে পারে। এতে একদিক দিয়ে ভাল স্কুলে স্কুলে চাপ কমবে এবং শিশুরা ভাল শিক্ষা লাভ করে ভাল নাগরিকরূপে গড়ে উঠতে পারে। বিদেশে বেশীর ভাগ বাচ্চারা কিন্ডারগার্টেনে পড়াশুনা করে ফলে শিশুদের জীবনের মূল ভিত্তি শিক্ষা, আচার আচরণ, মন ইত্যাদি সম্পর্কে জেনে ছোটকাল থেকেই ভালভাবে গড়ে তোলার চেষ্টা করা হয়। ফলে যে যে বিষয়ে পারদর্শী বা আগ্রহী সে সেই পথ ধরেই জীবনের পথে এগিয়ে চলতে পারে। কিন্তু আমাদের দেশে এমনি সুযোগের অভাবে অনেক প্রতিভাই অংকুরে বিনষ্ট হয়ে যায়।

রাজধানী ঢাকাসহ সব জায়গাতেই অনেক প্রাথমিক স্কুল রয়েছে। কিন্তু তবুও বাবা-মাদের সেখানে ভর্তির চেয়ে একটা কিন্ডারগার্টেনে ভর্তি বেশী পছন্দ করেন। কারণ প্রায় প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষা পদ্ধতি আমাদের সেই মান্ধাতার আমলের। এই শিক্ষা শিশুদের মনকে সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলতে পারে না। ফলে বাবা-মায়েদের মনে তেমন আগ্রহ সৃষ্টি করতেও পারে না।

অভিভাবকদের আগ্রহ এবং আধুনিক শিক্ষার দিকে লক্ষ্য রেখেই শহরের অনেক অলিতে গলিতে কিন্ডারগার্টেন পরিলক্ষিত হচ্ছে। সব কিন্ডারগার্টেন যে কিন্ডারগার্টেনের নিয়ম-কানুন মেনে চলছে তা আমরা নিশ্চিত করে বলতে পারি না। তবে কিছু কিন্ডারগার্টেন যে সত্যিই ভাল শিক্ষা দিচ্ছে তা অস্বীকার করার উপায় নেই। এজন্যই ঢাকা শহরের বাবা-মারা কয়েকটি নামকরা কিন্ডারগার্টেনে বা স্কুলে ছোটেন। আমি এমনও শুনেছি যে কিছু মেয়ে মাস্টার ডিগ্রী পাশ করে তাদের কিছু বান্ধবী মিলে একটা কিন্ডারগার্টেন খুলবেন। এটা একটা ভাল ও সাহসী পদক্ষেপও বটে।

আমাদের দেশে বেশীর ভাগ কিন্ডারগার্টেন গুলোতে লেখাপড়া করানো একটা ব্যয়বহুল ব্যাপার। অনেকের ব্যবসায়ী মনোবৃত্তির জন্য এবং কিন্ডারগার্টেনের সমস্ত খরচ বাড়িভাড়া থেকে শুরু করে শিক্ষকের বেতন, চেয়ার-টেবিল ও অন্যান্য সরঞ্জামের খরচ তাদেরকেই বহন করতে হয় ফলে কোন কোন কিন্ডারগার্টেনের বাচ্চাদের মাসিক বেতন ২০০, ৩০০, ৪০০ পর্যন্ত পরিলক্ষিত হয়। এই জন্যই দেখা যায় কিন্ডারগার্টেনের সুফল শুধুমাত্র সমাজের কিছু বিত্তবানদের ছেলে মেয়েরাই ভোগ করতে পারে।

আমি মনে করি এদিক দিয়ে সরকারীভাবে দৃষ্টি দেয়া দরকার। যাতে কিন্ডারগার্টেনের সুযোগ-সুবিধা সমাজের সব শ্রেণীর শিশুরাই পায়। এদিক দিয়ে শুধুমাত্র ২/১টি প্রতিষ্ঠান এগিয়ে আসলেই চলবে না। এ ব্যাপারে আমরা বলতে পারি যদি দেশের সব প্রাইমারী স্কুলগুলোতে কিন্ডারগার্টেন পদ্ধতি চালু করা যায় এবং সেই সাথে খেলাধুলার নানারকম সরঞ্জাম, শিল্পকলা, চারুকলা, লাইব্রেরী, নার্সিং ইত্যাদিসহ ট্রেনিংপ্রাপ্ত শিক্ষকমন্ডলী দ্বারা পরিচালিত করা যায় তবেই হয়তো বা কিছুটা কিন্ডারগার্টেনের সুফল আমাদের দেশের সব শ্রেণীর শিশুরা ভোগ করতে পারে। এবং ভর্তির চাপ অনেকাংশে কমে আসবে বলে আশা করা যায়।

—সানজিদা খাতুন